ঝিনাইদহে জমি বিক্রয়ের পাওনা টাকা উদ্ধারে ভুক্তভোগীর সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে জমি বিক্রয়ের পাওনা টাকা উদ্ধারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মহেশপুর উপজেলার পূর্বপুরন্দপুর গ্রামের জিয়া উদ্দীন খানের পুত্র কে.এম সালাহ উদ্দীন। মঙ্গলবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করেন, তার শাশুড়ি শাহানুর নেছাসহ কালিগঞ্জ উপজেলার দাদপুর মৌজার ২৪০ আর এস খতিয়ানভূক্ত ২১১ শতক জমি পঁচিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শত পচাত্তর টাকায় বিক্রি করেন একই গ্রামের আফসার আলীর ছেলে মজনুর রহমান, মহর শেখের ছেলে জহির শেখ এবং যশোরের চৌগাছা উপজেলার সরূপপুর গ্রামের নূর আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাকের কাছে। জমি রেজিস্ট্রি করার সময় ক্রেতারা তাদের নগদ ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকি টাকা ১১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার জন্য চেক প্রদাণ করেন। চেক নং ৬৯০৬১২৬, হিসাব নং-১২২৮৪ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কোটচাঁদপুর শাখা-ঝিনাইদহ।

এদিকে জমি রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর চেক ফেরৎ নিয়ে টাকা না দিতে নানা ফন্দি আটে প্রতারক মজনু। গত ৫ অক্টোবর চেক ফেরত দিয়ে টাকা নেওয়ার জন্য সালাহ উদ্দিনকে বাড়িতে ডাকে মজনু। সেখানে টাকা না দিয়ে চেক ছিনিয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলে মজনু ও তার ছেলে পুলিশ সদস্য মিজান। ১১ লাখ ৮৫ হাজার টাকার স্থলে ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেয়। বাকি টাকার জন্য চেক চাইলে সালাহ উদ্দিন ও তার সাথে যাওয়া তার পরিবারের লোকজনকে হত্যার হুমকি দেয়। বিষয়টি নিয়ে বিচার চাইতে সালাহউদ্দিন কালীগঞ্জ থানায় অভিযোগ করে। অভিযোগ করার পর থেকে মিজান ও তার লোকজন মোবাইলে বিভিন্ন প্রকার হুমকি দেওয়া শুরু করেছে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের পাওনা টাকা উদ্ধারের জন্য পুলিশ সুপারের কাছে গিয়েছি। কিন্তু পাওনা টাকা উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হয়নি। তিনি পাওনা টাকা উদ্ধার এবং শিশু সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা দাবী করে জেলা প্রশাসকসহ

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ভূক্তভোগী শাহানুর নেছা এবং ইদ্রিস আলী, মেহেনুর নেছা, সুমাইয়া ইসলা, তমা খাতুন প্রমূখ। এ বিষয়ে মজনুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দামুড়হুদায় ২দিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা শুরু

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ২দিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা-২০২১ ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান বিষয়ক উপস্থিত অনুষ্ঠিত।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ২ দিন ব্যাপী ৪৩ তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা-২০২১ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার।

দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আবিস্কৃত বা উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বিভিন্ন স্টল সকলকে আকর্ষিত করে। এসময় সকল স্টল পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল মতিন, আব্দুল ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার মশিউর রহমান, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও সুধী মহলের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার প্রদর্শন অংশগ্রহণে ছিলো ১২টি স্টল–মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) দর্শনা।

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ (জুনিয়র গ্রুপ)

দামুড়হুদা। আব্দুল ওয়াদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ (সিনিয়র গ্রুপ) দামুড়হুদা। কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজে (সিনিয়র গ্রুপ) কার্পাসডাঙ্গা। কুড়ুলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) কুড়ুলগাছি।

দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাইস্কুল (জুনিয়র গ্রুপ) দামুড়হুদা। দামুড়হুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ব্রাক) (জুনিয়র গ্রুপ) দামুড়হুদা। কেরুজ উচ্চ বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) দর্শনা।

মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) মদনা। কলাবাড়ী-রামনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (জুনিয়র গ্রুপ) কলাবাড়ী। দর্শনা সরকারি কলেজ (সিনিয়র গ্রুপ) দর্শনা। দর্শনা ডিএস ফাযিল মাদ্রাসা (সিনিয়র গ্রুপ) দর্শনা।

ঝিনাইদহে দুই মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ

ঝিনাইদহের সদর উপজেলার কালীচরণপুর ইউনিয়নের বড়কামারকুন্ডু গ্রামে বিজয়ী ও পরাজিত মেম্বর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ৭ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে ৫ জনকে।

পুলিশ জানায়, ৪র্থ ধাপের ইউপি নির্বাচনে কালীচরণপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বর পদে নির্বাচিত হন শাহীদুল ইসলাম। মঙ্গলবার সকালে বড়কামারকুন্ডু গ্রামে শাহীদুলের সমর্থক লিটন হোসেনকে মারধর করে পরাজিত মেম্বর প্রার্থী ইকবালের লোকজন। এ ঘটনার জের ধরে দুপুরে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৭ জন আহত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, ঘটনাস্থল থেকে ৫ জনকে আটক করা হয়েছে। কোন পক্ষ থেকে অভিযোগ এলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ

ঝিনাইদহে লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

তীব্র শীতে একটু উষ্ণতা দিতে ঝিনাইদহে লেডিস ক্লাবের উদ্যোগে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গত সোমবার বিকেলে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন লেডিস ক্লাবের সভাপতি জেলা প্রশাসক পতী রাফিজা সুলতানা আন্না, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সংগঠনের সহ-সভাপতি সালমা সেলিম, এনডিসি ও সাধারন সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা, সদস্য মার্জিয়া মোর্শেদ বিনতী, সেলিনা রহমান, ইশরাত জাহান, উম্মে হাবিবা, হোসনে আরা প্রমুখ।

সেসময় সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৪’শ অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতে কম্বল পেয়ে খুশি অসহায় পরিবারগুলো।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্যান থেকে নামিয়ে নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় এক নারীকে ভ্যান থেকে নামিয়ে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে। এঘটনায় পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার

করেছে।

গত সোমবার রাতে ভুক্তভোগী নারী বাদি হয়ে তিনজনের নাম উল্লেখ করে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। গ্রেফতাররা হলেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সুমিরদিয়া গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন (৩২) ও একই এলাকার আলী হোসেনের ছেলে নাজিম উদ্দিন (৩০)। এছাড়াও বিল্লাল হোসেন নামে একজন পলাতক রয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে নিশ্চিত করেছেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসিন।

এজাহার সুত্রে জানা যায়, গত ২৫ ডিসেম্বর রাতে খেজুর গুড় কিনে ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যানযোগে বাড়ি ফিরছিলেন ওই নারী। এসময় তিনজন মোটরসাইকেলযোগে পাখিভ্যানটি গতিরোধ করে ওই নারীকে জোরপূর্বক তুলে নেয়। পাখিভ্যান চালক বাধা দিলে তাকেও মারধর করে অভিযুক্তরা। পরে ওই নারীকে শহরের বুজরুকগড়গড়ী মাদারতলা রোডের ইটভাটার পাশের্ব একটি আম বাগানে পালাক্রমে ধর্ষণ করে তিনজন। রাত ১২ টার দিকে অভিযুক্তরায় ওই নারীকে তার বাড়িতে পৌছে দেয় এবং কাউকে না বলতে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দেয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসিন বলেন, হুমকিধমকি ও লোকলজ্জার ভয়ে দুইদিন চুপ থাকার পর সোমবার রাতে ধর্ষনের স্বীকার নারী তিনজনের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলার পর রাতেই দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। পলাতক বিল্লাল হোসেনকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

স্ত্রীর মরদেহ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ফেরার পথে প্রাণ

গেল স্বামী-ছেলেসহ ৩ জনের

উন্নত চিকিৎসার জন্য অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঢাকা পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয় স্ত্রীর। তার মরদেহ নিয়ে ওই অ্যাম্বুলেন্সেই ফিরছিলেন স্বামীসহ পাঁচজন। ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় স্বামী, ছেলেসহ অ্যাম্বুলেন্সের হেলপার।

গত সোমবার ভোর ৬টার দিকে মানিকগঞ্জের গোলড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঘটেছে এ দুর্ঘটনা। এ সময় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। তারা সবাই চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে স্বামী-স্ত্রী ও ছেলের জানাজা শেষে পারিবারিক করবস্থানে মরদেহ পাশাপাশি দাফন করা হয়। এ ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের মজারপোতা গ্রামের মৃত দীন মোহাম্মদ মন্ডলের ছেলে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম রসুল (৭৫), তার ছেলে গোলাম সোহরাব শিপলু
(৪৫) ও অ্যাম্বুলেন্সের হেলপার।

চুয়াডাঙ্গা শহরের দক্ষিণ হাসপাতালপাড়ার আব্দুল আজিজ মোহাম্মদ পুটের ছেলে শাহাবুল (২০)। এছাড়া দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন গোলাম রসুলের মেয়ে বিথি খাতুন (৪০) ও চুয়াডাঙ্গা শহরের গুলশানপাড়ার ইসমাইল হোসেনের ছেলে অ্যাম্বুলেন্সচালক সাইফুল ইসলাম (২৪)।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার মজারপোতা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম রসুলের স্ত্রী হাজেরা খাতুন (৬৫) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। রোববার (২৬ ডিসেম্বর) দামুড়হুদার চিৎলা নিউ ডিজিটাল ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়।

সেখান থেকে হাজেরা খাতুনকে চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রেফার করেন চিকিৎসক। রোববার রাতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এলাকার নিরাময় ক্লিনিকের একটি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন রোগীর স্বজনরা। সঙ্গে ছিলেন হাজেরা খাতুনের স্বামী গোলাম রসুল, ছেলে গোলাম সোহরাব শিপলু ও মেয়ে বিথি খাতুন।

এক নারীকে আমার অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে ঢাকা গিয়েছিল। যাওয়ার পথেই ওই নারীর মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ নিয়ে ফেরার পথে সোমবার ভোর ৬টার দিকে মানিকগঞ্জের গোলড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বাসের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কা লাগে। এতে আমার অ্যাম্বুলেন্সের হেলপার ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এছাড়া ওই রোগীর স্বামী ও ছেলের দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।চুয়াডাঙ্গা জান্নাতুল কবরস্হানে জানাজা শেষে বেদনা বিধুর পরিবেশে দাফন সম্পর্ন করা হয়।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে দুই জুয়াড়ী গ্রেফতার

দর্শনার উজলপুর গ্রামের মাঠে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে দুই জুয়াড়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশের একটি দল

আটককৃতরা হলো দর্শনা পৌর এলাকার ১ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের হল্ট স্টেশন পাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে জুয়ারী মিলন হোসেন (৩৫) এবং একই গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত এরশাদ মন্ডলের ছেলে নাজিম উদ্দীন (৪৫)।

জুয়ার আসর থেকে নগদ টাকা ও জুয়া খেলার সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে রবিবার বিকাল ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে এসআই আহমেদ আলী বিশ্বাস সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে উজলপুরে গ্রামের মাঠে বাবু মিয়ার আম বাগানের ভিতর জোয়ার আসরে অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় জোয়ার আসর হতে জুয়া খেলা নগদ ১৩ শত টাকা ও জুয়া খেলার সামগ্রী ৩০ পিচ তাস, ১ টি চট (মাদুর) উদ্ধার করেন। গ্রেফতারকৃত সহ পলতাক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের নৌকা প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন নৌকা প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৫৭৪৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোড়া মার্কা গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার ভোট পেয়েছেন ৪০৭৮ ভোট।

পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের নৌকা প্রার্থী আলম আলী নৌকা প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৪৫১৮ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সেলিম মল্লিক ভোট পেয়েছেন ৩৯২০ ভোট।

চুয়াডাঙ্গায় ভোট কারচুপির অভিযোগে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীদের ভোট বর্জন

চুয়াডাঙ্গায় কুতুবপুর ইউনিয়নে ভোট কারচুপির অভিযোগে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী ভোট বর্জন করেছেন।

চতুর্থ ধাপের ইউপি নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (চশমা মার্কা) জুয়েল রানা সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য বলেন, ভোটের আগের রাত থেকেই কিছু সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার কর্মীদের হুমকি-ধমকি দেয়। ভোট শুরু হলে কেন্দ্র থেকে আমার নির্বাচন এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। ব্যালট পেপার নিজ হাতে সিল মেরে নিয়েছে। নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

এসময় জুয়েল রানা ভোট বর্জন করে সংবাদ সম্মেলনে সংবাদকর্মীদের নিকট এসব অভিযোগ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বলেন, ভোট শুরু হলে কেন্দ্র থেকে আমার নির্বাচনী এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেওয়া হয়। ব্যালট পেপার নিজ হাতে সিল মেরে নেয়। এখনো আমার নেতাকর্মীদের ওপর মারধর চলছে। কেউ কেউ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

ব্যাপক জনসমর্থক থাকা সত্ত্বেও আমার মতো একজন প্রার্থীকে অনিয়মের কারণে নির্বাচন বর্জন করতে হচ্ছে। নির্বাচন-পরবর্তীতে আমার ইউনিয়নের নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার না করে আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৬ জন প্রার্থী। তারা হলেন- আওয়ামী লীগ মনোনীত আলী আহম্মেদ হাসানুজ্জামান (নৌকা), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আজিজুল হক (হাতপাখা), স্বতন্ত্র প্রার্থী শাখাওয়াত হোসেন (আনারস), আক্তার হোসেন রনি (ঘোড়া), জুয়েল রানা (চশমা) ও নজরুল ইসলাম (মোটরসাইকেল)। এ ইউনিয়নের ৯টি সাধারণ ওয়ার্ডে ৪৩ জন সদস্য পদে ও ৩টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে ১০ জন মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও সদর ইউনিয়ন নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, কুতুবপুর ইউনিয়নের চশমা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী জুয়েল রানা ভোট বর্জন করেছেন কি না, জানি না। আমি কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

ঝিনাইদহে ইউপি নির্বাচনে নৌকার ভরাডুবি ১৫টির মধ্যে ১০টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী

ঝিনাইদহের ১৫টি ইউনিয়নে নৌকার বেশির ভাগ প্রার্থীর পরাজয় ঘটেছে। বেসরকারী ফলাফলে ১০টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ৫টিতে নৌকার প্রার্থী জয়ী হয়েছেন।

রবিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সাধুহাটী ইউনিয়নে বর্তমান চেয়ারম্যান কাজী নাজির উদ্দীন, মধুহাটী ইউনিয়নে আলতাফ হোসেন, সাগান্না ইউনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক (নৌকা), হলিধানী ইউনিয়নে এ্যাড. এনামুল হক নিলু, কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নে সিরাজুল

করিম, গান্না ইউনিয়নে আতিকুল হাসান মাসুম (নৌকা), মাহারাজপুর ইউনিয়নে খুরশিদ আলম, পোড়াহাটী ইউনিয়নে শহিদুল ইসলাম হিরণ (নৌকা), হরিশংকরপুর ইউনিয়নে ফারুকুজ্জামান ফরিদ, পদ্মাকর ইউনিয়নে বিকাশ বিশ্বাস, দোগাচী ইউনিয়নে গোলাম কিবরিয়া কাজল, ফুরসন্দি ইউনিয়নে শিকদার শহিদুল ইসলাম (নৌকা), ঘোরশাল ইউনিয়নে পারভেজ মাসুদ লিল্টন (নৌকা), কালীচরণপুর ইউনিয়নে জাহাঙ্গীর হোসেন ও নলডাঙ্গা ইউনিয়নে সাইফুল আলম খান রিপন বেসরকারী ভাবে নির্বাচিত হন।

নির্বাচনকে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কঠোর অবস্থানে ছিল। ভোট কেন্দ্রে কোন রকম হঠকারীতা ও অনিয়ম রোধে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গোয়েন্দা দিয়ে জরিপের মাধ্যমে ঝুকিপুর্ন কেন্দ্র চিহ্নিত করে সেখানে নেওয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থা।

ঝিনাইদহ জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাঃ আঃ ছালেক জানান, নির্বাচনে চেয়ারম্যানের ১৫টি পদে ৭২ জন, সাধারন সদস্যের ১৩৫ পদে ৪৯৫ জন ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৪৫টি পদের বিপরীতে ১৪৮ জন প্রতিদ্বন্দিতা করেন। ১৫টি ইউনিয়নে মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১৪৮টি। স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে মোট ৮১০টি ভোট কক্ষে ভোট গ্রহন করা হয়। ১৫টি ইউনিয়নে মোট ভোটার দুই লাখ ৫৩ হাজার ৫০০। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার এক লাখ সাতাশ হাজার ৬৮৮ ও মহিলা ভোটার এক লাখ পঁচিশ হাজার ৮১২ জন।